টিনটিন

হাঙর-হ্রদের রহস্য

www.boimela.in

বৃষ্টিধোয়া রাস্তায় বাতিগুলো জ্বলছে। চারপাশ সুনসান। ঘুমন্ত শহরে শুধু একটা গাড়ি এগিয়ে এল পার্কের কাছে, নিঃশব্দে।

...গাড়ি গিয়ে থামল সমুদ্রবিজ্ঞান জাদুঘরের সামনে। দুটি লোক নামল সেই গাড়ি থেকে...

MUSEE OCEANOGR

...ভবনের পাশে সরু একটা গলিতে ওরা সাবধানে ঢুকে গেল।

লাভ হবে কি, জো?

ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা সেরে নে। কাচটা গোল করে কেটে হাত ঢুকিয়ে দে... ব্যস...

চলে আয়। এই সেই জায়গা।

ওইদিকে...

আরে ভাই!... কী সুন্দর! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুক্তো!

শোকেস ভেঙে ঝিনুক থেকে সুন্দর মুক্তোটা নেওয়া কোনও সমস্যাই নয়। ...তারপর, হঠাৎ...

আলো!... টহলদার এসে পড়েছে!... লুকোতে হবে, চটপট!

দ্যাখ, মুক্তোটা নেই!...

চোর! রোকো!

ব্রোকো! চোর!
জলদি, জো! কুটো মুক্তোটা ওখানে রেখে আয়, কেটে পড়ি...
ওরা বোকা বনে যাবে। কোনও ভুল নেই!
এখানে ঘুরঘুর করিস না। চল, পাড়িতে ওঠ।
অল্পের জন্য রক্ষা পেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই টহলদাররা জাদুঘরের ডিরেক্টরকে নিয়ে হাজির।...
সার, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। সর্বনাশ হয়ে গেছে!
এ কেমন রসিকতা? ওই তো মুক্তো. একেবারে নিরাপদ
কী?... আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি...
দাঁড়াও।...অন্য জায়গাতেও এরকম ঘটেছে। অন্যান্য জাদুঘরের সহকর্মীদের কাছে শুনেছি...
ঠিক বলছি সার। ...মুক্তো বাইরে চলে গিয়েছিল... ফিরে এসেছে!
এরাই একমাত্র সাক্ষী। ওরা যদি কথা বলতে পারত...

পরের দিন, সিলদাভিয়ার ক্লো বিমানবন্দরে, একটি বি ৭১৪ বিমান নামছে...

যাত্রীদের মধ্যে আছেন টিনটিন, কুট্টস। আছেন ক্যাপ্টেন হ্যাডক।

আমরা এসে গেছি, ক্যাপ্টেন। এবার নামব।

তবে শুল্ক বিভাগের কর্মী অপেক্ষায় আছেন। ক্যাপ্টেনের গল্‌ফ ব্যাগে জোর তল্লাশি হল।

গল্‌ফ!... জানোয়ার কিছু নেই!... বুঝতে পারছেন?... গল্‌ফ ক্লাব...হিট করো...ছোট বল... বুঝলেন?

ঠিক আছে সার। আপনি এগোন। সিলদাভিয়ায় স্বাগত জানাই।

জ্বালা-ধরানো ফোসকা। বোকার দল। স্রেফ কয়েকটা গল্‌ফ-ক্লাব!

ওঃ! দুঃখিত!

!

কী কাণ্ড! মানিকজোড়! কী করছে ওরা এই সিলদাভিয়ায়?

আপনারাও কি ছুটিতে এখানে এসেছেন? আমরা সেক পলিশগ্রফে প্রোফেসর কালকুলাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।
ছুটিতে? না। ঠিক এর উলটো। গোপন কাজে এসেছি।
সত্যি বলতে কী, আমাদের কিছু বলতে মানা।
ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার টিনটিন, বুটুস, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, আপনাদের এয়ার-ট্যাক্সির আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে ডেস্ক নং ২০-তে যোগাযোগ করুন।
বাঃ! আমি কি আপনাদের লিফট দেব?
পাইলট, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, মিঃ টিনটিন।
ধন্যবাদ!
BIANCA CASTAFIORE
গর্জনশীল টাইফুন!
BIANCA CASTAFIORE
আসুন, ক্যাপ্টেন?
এক মিনিট...
শীঘ্রই যাত্রীরা উড়ল সিলভাডিয়ার ভয়াবহ পাহাড়ের ওপরে
সেক পলিশগ্রফে আপনাদের এক বন্ধু থাকেন? কী আশ্চর্য...
ওই যে... কৃত্রিম হ্রদ। পুরো একটা গ্রামকে জলে ডুবিয়ে তৈরি হয়েছে এটা...অভিশাপ আছে মিঃ টিনটিন। দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু না... খারাপ জায়গা।
কী ব্যাপার? কিছু একটা ঘটেছে!

এঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিয়েছে... শব্দ হচ্ছে... তারপর... সব শেষ
গেছি! এঞ্জিন বিগড়েছে!...লাফাও।
প্যারাশুট নিয়ে তৈরি ছিলেন পাইলট। যাত্রীরা অবাক, পাইলট ঝাঁপ দিলেন।
টিনটিন মাথা ঠাণ্ডা রেখে তখনই পাইলটের আসনে গিয়ে বসল...
লাফাব? আমরা? প্যারাশুট ছাড়াই?...পাগল নাকি? এই! আপনি! ফিরে আসুন এখানে!
বিমান নিয়ন্ত্রণে আনতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে টিনটিন... পাহাড়চূড়ার মাঝখান দিয়ে নীচে, আরও নীচে, সাবধানে...
এই উপত্যকায় বিমান নামানোর চেষ্টা করছি... চাকা খুলেছে, এবার আমরা...
পাথুরে জমিতে চাকার ঘর্ষণের শব্দ... চাকা ফেটে গেল। একটা পাখা ভেঙে চুরমার, একেবারে ধ্বংসের মুখে...
প্রায় পিছলে গভীর খাদের ধারে ঝুঁকে পড়ল বিমান...
ওঁয়াও! ওঁয়াও!
বাঁচাও। বিমান দুলছে...সর্বনাশ!!

দু'ঘন্টা পরের ঘটনা
হঠাৎ বিমানের নেতে ছড়িয়ে গেল।
একেবারে ঠিক সময়ে। দু'টি শিশু এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় বিমানটিকে দেখতে পেল। উদ্ধার করল ওদের।
জোরে টানো, ওক্তাভ, জোরে!
সত্ত্ব ব্রাদিমির। এক্সিডেন্ট দেখে গেছে। চটপট, বাঁচাও ওদের।
টিনটিন, কুট্টুস ও ক্যাপ্টেন হ্যাডক নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে। ...এখন বিমানের ভেতরে শুধু মানিকজোড়...
আগে তুমি, তার পরে আমি...
মোদ্দা কথাটা হল, আগে তুমি তারপর আমি...
হঠাৎ
বিমান সামনে ঝুঁকে পড়তেই দুই গোয়েন্দা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে মুখ থুবড়ে পড়ল।
ওঃ!
বিমান নীচে পড়তে না পড়তেই বিস্ফোরণ... ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।
ভাগ্য ভাল, তোমরা এসে পড়েছিলে! আমার নাম টিনটিন। এঁরা আমার বন্ধু: ক্যাপ্টেন হ্যাডক, জনসন ও রনসন। আর এই হল কুট্টুস।
আমার নাম নিকো, এই আমার বোন নুশকা।
আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম...কাথবার্ট ক্যালকুলাস...দুদের ধারে ভিলা স্প্রাগ-এ উনি থাকেন।
ভিলা স্প্রাগ!... যাবেন না দুদটা খারাপ জায়গা!

তুষারঝড় সত্ত্বেও পর্যটকরা গাড়িতে উঠে শিশুদের নিয়ে চলল ...ডিলা প্রগে... কিন্তু টিলার ওপরে একজন ওদের লক্ষ করছে.. ওদের সেই পাইলট!
ডালটার ফোর জানাচ্ছি, নেপচুন.. অপারেশন সার্ডিন ব্যর্থ হয়েছে। মক্কেলরা যাচ্ছে। এখন এই পর্যন্ত...
পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে পর্যটকরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছল হ্রদের ধারে ডিলা প্রগে।
তোমরা শেষ পর্যন্ত আসতে পারলে। আমি ভাবছিলাম!
প্রিয় বন্ধু কাথবার্ট। জ্বালা ধরানো ফোসকা, তোমার সঙ্গে দেখা হল, ভাল লাগছে!
আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি...কাল দেখা হবে?
ক্যাপ্টেন সময় নষ্ট না করে পানীয় সাজানো শেলফের দিকে দৌড়লেন
টিলায় চক্কর দিয়ে উঠতে উঠতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছি। এখন পানীয় দরকার..
ওহো!
জ্বালা ধরানো কোটি কোটি ফোসকা...এটা কী হল? ঘরের ভেতর মরীচিকা?!
ওই শেলফটা আসলে ত্রিমাত্রিক ছবি। এই যন্ত্র দিয়ে চেষ্টা করছি। খাওয়ার সময় সব ব্যাখ্যা করে জানাব। আমার হাউসকিপার মাদাম ফ্লিক বিশেষ একটা রান্না করেছেন। ...চলো বসে পড়ি।
এবার প্রোফেসর, আপনার ভূতুড়ে আসবাবের কথা কিছু বলুন।
অবশ্যই তা নয়। ... স্রেফ ডায়াপজিটিভ। আমি এক ধরনের ফোটোকপি তৈরির চেষ্টা করছি।
তবে ব্যাপারটা চূড়ান্ত গোপনীয়... লোভী লোকেরা ঘুরছে...
আঃ! জালিয়াত!
কী?!

কেমন জালিয়াত?
সারা দুনিয়ায় বহু শিল্পকর্ম চুরি হয়ে যাচ্ছে...চোরেরা আসল জিনিস নিয়ে গিয়ে নকলটা রেখে যাচ্ছে...
প্রথমে ওরা স্রেফ স্থূলভাবেই নকল করত
কিন্তু এখন, নকলও এত ভাল যে ধরতে বিশেষজ্ঞ ডাকতে হচ্ছে।
যাই হোক, প্রোফেসর, আসার ধকল সত্ত্বেও বলি, ছুটিটা আপনার সঙ্গে উপভোগ করা যাক!
তোমরা নিশ্চয় খুব ক্লান্ত মাদাম ফ্লিক তোমাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দেবেন।
ক্যাপ্টেন হ্যাডক ও মানিকজোড় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। টিনটিন কিন্তু জেগে আছে, সারাদিনের ঘটনাগুলোর কথা ভাবছে।
যাক গে, দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই... শুভরাত্রি কুট্টুস, ঘুমিয়ে পড়।
সব চুপচাপ, শান্ত...
...তখন, হঠাৎ...
কীসের শব্দ?... মনে হয় রাতের প্যাচার মতো কিছু...
কিন্তু শব্দটা আসছে কুয়োতলা থেকে। কেউ হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে... মাদাম ফ্লিক!
বালতিতে উঠে এল, কী আশ্চর্য, একটা ওয়াকি-টকি!
এজেন্ট রামেসিস বলছি, কিং শার্ককে চাইছি!... কিং শার্ক।...

এজেন্ট রামেসিস বলছি... মক্কেলরা সব এসে গেছে...
কিং শার্ক বলছি। রামেসিস তোমার কথা শুনলাম। শকুনির কাছে আগেই খবর পেয়েছি। অপারেশন ক্র্যাব কাল শুরু হবে। ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করে যাও। ...এখন এটুকুই!
মাদাম ফ্লিক আপাতত বন্ধ রাখলেন। তিনি তাঁর নির্দেশ পেয়ে গেছেন।
পরের দিন সকালে নিকো ও নুশকা ভিলায় এসেছে, ওরা টিনটিনকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।
হ্যালো! সুপ্রভাত! তৈরি হয়েই এসেছ টিনটিন?
জায়গাটা বেশ শান্ত, চুপচাপ।
হ্যাঁ, এদিকে কেউ আসে না।
হাসি-ঠাট্টায় মশগুল টিনটিন ও ছেলে-মেয়েটি টিলার চূড়ার দিকে এগোতে থাকল। কুট্টুস ও গুস্তাফ গেল হ্রদের দিকে।
ইতিমধ্যে ভিলা স্প্রগে ক্যাপ্টেন হ্যাডক গেলেন প্রোফেসরের ল্যাবরেটরিতে।
অদ্ভুত কাণ্ড... কাল রাত্রে ওই টেবিলে আমার নোটগুলো রেখে গিয়েছিলাম... তুমি ওগুলো দ্যাখোনি ক্যাপ্টেন? দেখছ?
আমি? আপনার নোট? না...
কিন্তু নীচে, অন্য ঘরে...
হা! হা! আমাদের ধুরন্ধর প্রোফেসরের ওভাবে জিনিসপত্র ফেলে রাখা উচিত হয়নি। এই বোতলের ভেতরে ওঁর কাগজপত্র লুকিয়ে রাখি... ক্র্যাব শিগ্‌গির এগুলোর ব্যবস্থা করবে।...
মাদাম ফ্লিক পিছু ফিরতে না ফিরতেই বোতল ও কাগজপত্র উপে গেল।
কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরেও এল...এক ব্যাঙমানুষের হাতে, যে উঠে এসেছে কুয়ো থেকে।
কেল্লা ফতে, কোনও ঝুটঝামেলা নেই!
কিন্তু হঠাৎ...
ওঁয়াও! ওঁয়াও!!
ভাগ্য খারাপ। আমাকে দেখে ফেলেছে!
গর্জনশীল টাইফুন! কী হচ্ছে নীচে?

জ্বলাধরানো নীল ফোসকা।
ও তো কুট্টুস। লড়ছে একটা
ব্যাডমানুষের সঙ্গে।
গরর
ছাড়িস না কুট্টুস। আমি আসছি!
সাবধানে এগোও, ক্যাপ্টেন!
ওঃ!
গর্জনশীল টাইফুন। কী মতলবে জলদস্যুটা এসেছিল?
জলদস্যু? আমি ভাবলাম
ও এক ব্যাডমানুষ!
?
পাখানাটা ফেলে গেছে।
ইয়ে, চাকনাটা জলে...
না, গেছে ফেলে...
...পাখনা!
ওদিকে টিনটিন, নিকো ও নুশকা টিলায়
ঘুরে বেড়াচ্ছে...
তোমরা কেন বলো, দ্বীপটা ভয়ঙ্কর?
দ্বীপটা কিন্তু সুন্দর!
কথাটা ঠিক নয়, টিনটিন। এটা সুন্দর,
কিন্তু বিপজ্জনক।
আরে! ...কী ...কী ওটা?
ETTKLIE KROFF
এরকম নির্জন জায়গায়
বিজ্ঞাপনের বিমান কেন?
ওদের দেখা যাচ্ছে...ঠিক আছে...
এখন গুট করি।
ওদিকে, খুব একটা দূরে নয়...
আঃ। চমৎকার ফোটো তুলেছ! প্রিয় টিনটিন,
তা হলে তুমি এসেছ! তোমার ভাগ্যে
যে কী আছে যদি জানতে।...হা! হা! হা! হা!

রহস্যময় গবেষকের পাশে অপেক্ষা করছে দুই ব্যাঙমানুষ...
তোমরা এদের দেখেছ?...যার সামনে ফোলানো এক গোছা চুল, সে-ই টিনটিন...সবচেয়ে বিপজ্জনক... এবার অপারেশন ক্র্যাব শুরু হোক... তোমরা তোমাদের নির্দেশ পেয়ে গেছ... নতুন লাফিং গ্যাসটা ব্যবহার কোরো।
ভিলা প্রাগে ফিরল টিনটিন। ক্যাপ্টেন হ্যাডক তখনই তাকে সকালের ঘটনাটা বলল। মন দিয়ে শুনল টিনটিন।
কুট্টুসের ছেঁড়া ফ্লিপার... প্রোফেসরের হারানো কাগজপত্র... এ সবেরই একটা অর্থ পাচ্ছি।
ব্যাঙমানুষের পথের হদিসটা হয়তো এরা দিতে পারে...
মানিকজোড়কে ভিলার পাহারায় রেখে টিনটিন পিছু নিল কুট্টুসের। ক্যাপ্টেন গুস্তাভকে নিয়ে পড়লেন, মনে হল উনিও কিছু হদিস পেয়েছেন। কুট্টুসই প্রথম আবিষ্কারটা করল: মাটিতে আধপোঁতা, ধাতব এক বলয়। উত্তেজনায় টিনটিন সেটা ধরে টান দিতেই পাথরের একটা অংশ নিঃশব্দে খুলে গেল। গুহার প্রবেশপথ।...
গুপ্ত পথ। সিঁড়ি। ঠিক আছে। যাওয়া যাক!
কয়েকটা সিঁড়ি নামতে না নামতেই, হঠাৎ...
ওঃ! দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল!...বেরোতে পারব না। কিন্তু কুট্টুস বেরোতে পেরেছে... আমাকে যেতেই হবে। কিছু তো করার নেই...
ঠক্কাস
সিঁড়ি দিয়ে নামতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেল টিনটিন...
কী কাণ্ড! অমূল্য শিল্পসম্ভার!! এগুলো কি নানান জাদুঘর থেকে চুরি করা। মানিকজোড় তো তা-ই বলেছিল?
সিলদাভিয়ার পুলিশ ব্যাপারটা দেখবে...এখন আমাকে বেরোনোর রাস্তা দেখতে হবে।...
আলো!... মনে হচ্ছে, এই গুহার সঙ্গে হ্রদের যোগ আছে।
গভীর শ্বাস নিয়ে টিনটিন জলে ডুব দিল...
!! বাঁচাও!... তারের জাল!...ফাঁদে পড়েছি, মনে হচ্ছে!!

জালের জাল ছিঁড়ে বেরোতে
মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে
টিনটিন। ধস্তাধস্তি হয়ে আসছে।
জলে বুদ্বুদ দেখে কুট্টুস ওকে
উদ্ধারের জন্য ঝাঁপাল।
শেষ পর্যন্ত লোহার জালের বাধা কাটাল।
কুট্টুস! প্রায় ধরে ফেলেছিলাম!
এদিকে, ডিনায়...
ক্রিস্ক ফেক? না, বিশেষ ধরনের
এই মঞ্চ এখানে রাখলাম। উলটো
দিকে গোয়েন্দাদের টুপি
চুইং গাম করলাম... এবার দ্যাখো—
আর এক জোড়া টুপি। আসল-নকল চেনা যায় না
ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা পরে দেখতে পারেন।
কিন্তু... চ্যাটচেটে মনে হচ্ছে!
সত্যি বলতে কী, আমরা আটকে গেছি!
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কীভাবে
ওগুলো শক্তপোক্ত করা যায় এখনও
আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে...
...মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার...
গু ড়ু ম
লাফিং গ্যাসে কাজ হয়েছে। জলদি,
বাচ্চাদুটোকে পাকড়াও করে চটপট কেটে পড়ো!
হা! হা!
হা! হা!
টিনটিন ও কুট্টুস বাড়ি
ফিরছে...
দ্যাখ! কেউ বাড়িটায়
হামলা করেছে!

ওরা নিকো, নুশকাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। জলদি, কুট্টুস।
হা! হা!
হি! হি!
ক্যাপ্টেন আপনিও এসে গেছেন। আমাদের
দেরি হয়ে গেল মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, ব্রেকের কোয়াই। ওদের লক্ষ্য
ছেড়ে চলে যাচ্ছে।
স্বাগতম, প্রিয় টিনটিন।
তোমার ছোট্ট বন্ধুদের কোনও ক্ষতি
হবে না, যদি তুমি আমার নির্দেশ
অক্ষরে অক্ষরে পালন করো!
?
?
অপহরণকারীদের
টেপ-করা ভাষণ।
আমি জানি, প্রোফেসরের যন্ত্র
তৈরির কাজ প্রায় শেষ। যন্ত্রটা
আমি চাই, টিনটিন!...আর
তুমি সেটা আমার হাতে তুলে দেবে!
হা! হা!...ওঃ!
হো! হো!
দু'দিন সময়। দক্ষিণ উপকূলে
দুপুরে তুমি একা আসবে। সঙ্গে অস্ত্র
এনো না, পুলিশে জানিয়ো না!
দস্যু!
ওই গলা আগে
কোথাও শুনেছি
আ!
হা!
হা!
আমাদের প্রতিপক্ষ বেশ শক্তিশালী!...আমাদের
ওপর নজর রাখা হচ্ছে! সারা বাড়ি তল্লাশি করে
দেখতে হবে। কোথাও নিশ্চয় গোপন রাস্তা আছে।
দারুণ তল্লাশি শুরু হল...সকলেই যোগ দিয়েছে।...
ওঁয়াও
ওঁয়াও!
ঘড়ি, কুট্টুস? তোর তাই
মনে হচ্ছে?
এটা পরীক্ষা করে দেখি। ওঃ!!

ক্যাপ্টেন, এদিকে।...এই পথেই নিশ্চয় অপহরণকারীরা ঢুকেছে।
!
আপনি থাকুন, ক্যাপ্টেন। আমি একটু দেখে আসি।
ঠিক আছে। সাবধানে যেয়ো।
ওদিকে টিলার ওপর দুই গুপ্তচর ভিলা স্প্রুগের ওপর নজর রাখছে।
রামেসিসের খবর দেওয়ার সময় হল।
আমাদের অতিথিরা বড় বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছে। কিং শার্ককে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে।
ইতিমধ্যে...
...দরজা? কোথায় যাচ্ছে?
এ যে দেখছি কুয়োর তলায়... বালতিতে একটা ট্রান্সমিটার!
বুড়ি মাদার ফ্লিক ওখানে কেন?
ওহো! মাতাহরির পর গুপ্তচররা অনেক বদলে গেছে, তাই না মাদাম ফ্লিক?...চলুন, ভিলায় চলুন!
রামেসিসের কাছ থেকে কোনও খবর পাচ্ছি না... হচ্ছেটা কী?
মাদাম ফ্লিক? গুপ্তচর? বিশ্বাস হচ্ছে না।
এবার বলো কার হয়ে কাজ করছ? তুমি একটা কাদা-মাছ। ঝেড়ে কাশো, না হলে...
এতে সুবিধে হবে না, ক্যাপ্টেন। মাদাম ফ্লিক নিশ্চয় ওঁর বসের আসল নাম জানেন না। একটা কাজই করা যায়...

পুলিশে খবর দিতে হবে। ...সবার অলক্ষ্যে ভিলা ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু কীভাবে? ভেবে দেখি... আহ!
টিনটিন যখন ওর পরিকল্পনার কথা বলছে সেই সময় নিকো ও নুশকাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিং শার্কের কাছে।
খবরদার, আমার বোনের গায়ে হাত তুলবে না।
ছোট মুখে বড় কথা! খুদে টিনটিন। ঠিক আছে... ওদের ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাও!
ওদের একটা ঠাণ্ডা ঘরে আটকে রাখা হল। পালানোর পথ নেই।
উহুঁ হুঁ! কেউ...উহুঁ...আমাদের খুঁজে পাবে না...উহুঁ...এই ভয়ঙ্কর জায়গায়!...
শ-শ, নুশকা। কাঁদিস না। টিনটিনের ওপর ভরসা রাখ। ও আমাদের বাঁচাবেই।
কন্ট্রোল, রুমে বসে কিং শার্ক তাঁর হুকুম জারি করছেন...
কিং শার্ক বলছি। চোখ খোলা রাখবে।
ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দাও!
কাজ শুরু করে দিই: টেলিফোনের তার কেটে দিতে হবে।
ইতিমধ্যে...
সাবধানে টিনটিন।
মানিকজোড় যদি ওগুলো ঠিকঠাক চালিয়ে যেতে পারে, ঘড়ি ধরে সব চলবে।
পাহাড় থেকে নজরদারি চলছে...
বসকে জানাও, ওরা এখনও ওখানে কুচকাওয়াজ করছে, পুতুল সৈনিকের মতো।
ফুঃ! তার মানে, নুয়ে পড়ে এই কাজটাই সে আমাদের করতে বলেছিল!
সত্যি বলতে কী, নুয়ে পড়তেই বলেছিল!

পুলিশকে খবর দিতে হবে।
আঃ! খামারবাড়ি। আশা করি, বাড়িতে কেউ আছে!
হ্যালো! হ্যালো! দরজা খুলুন। টেলিফোনটা দরকার। কথা বলব।
দূর হও! আর, যদি বিদেয় না হও...
ঠক! ঠক!
ওড়িয়ে দেব তোমাকে!
এমন চাবি দেখিনি...
ও ফুস্
লাফিসলাজ, ছেলেটা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে...
হ্যাঁ...পুলিশকে ফোন করছি।
হ্যালো? হ্যালো? পুলিশ?...হ্যালো?...হ্যালো?...
কিন্তু, তেমন দূরে নয়...
হ্যালো? হ্যালো? ওটোকারের দোহাই। ফোন খারাপ।
নিশ্চয় তার কেটে দিয়েছে...আয় কুট্টুস, যেতে হবে।
কিছু পরেই, টিনটিন ও কুট্টুস ক্লো শহরে যাওয়ার প্রধান রাস্তায় পৌঁছল।
একটা গাড়ি আসছে। কুট্টুস, বেঁচে গেলাম।
দাঁড়াও।...ঈশ্বর, মঙ্গলময়!...একি সত্যি?

সিনোরা বিয়াঙ্কা কাস্টাফিয়র !!
ছোট্ট বন্ধু! জনমানবহীন এরকম জায়গায় একা একা কী করছ?
আপনার সাহায্য চাই, সিনোরা। কাছের থানায় যেতে চাই।
তা হলে উঠে পড়ো।
অপেরা স্টারের সঙ্গে গাড়িতে টিনটিন শীঘ্রই শহরে পৌঁছে গেল। সদাসতর্ক টিনটিন গাড়িটা থানার পাশে রাখতে বলল।
চারপাশে কোনও কিছু যেন না থাকে।
যা ভেবেছি... প্রবেশপথে দুটো লোক নজর রাখছে...টপকে যেতে পারব না।
কী করব? কিন্তু ঢুকতেই হবে!
দাঁড়াও, আমার সঙ্গী মিঃ ওয়াগনার তোমাকে সাহায্য করবে...
কয়েক মিনিট পরে...
ও তো সে! চেহারাটা দ্যাখো, সেই যে কুকুরটা। এসো ডামক্লক, পিছু নিই।
মিঃ ওয়াগনার ছদ্মবেশে ওদের ধোঁকা দিয়েছে।... এবার, তুমি ভেতরে যাও।
পুলিশ প্রধানকে টিনটিন সব জানাল, তিনি শুনলেন।
হ্রদটাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু। তুমি যা যা আবিষ্কার করেছ, তা থেকেই মনে হচ্ছে।
কিন্তু অর্ধেকটা হ্রদই বরদুরিয়া সীমান্তের ভেতরে... তাই, দুর্ভাগ্যের বিষয়।
বুঝতে পারছি: সম্ভাব্য কূটনৈতিক জটিলতা... স্বাধীনতা দিন, আর কিছুটা সাহায্য...আমি এটাই করতে চাই...
E
LDAVI

আমার বন্ধু প্রোফেসর ক্যালকুলাস ছোট একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন। ডোবা জাহাজের বদ্ধ উদ্ধারে ওটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম।...
দু'দিন পরে, কিং শার্কের সদর দফতরে...
ভিলার দিকে একটা ট্রাক যাচ্ছে, বস... থামাব?
না, না, যেতে দাও। ওতে আছে ক্যালকুলাসের ও আমাদের যন্ত্রপাতি। হা! হা! হা!
ভিলার ভেতরে, ক্যাপ্টেন দুশ্চিন্তিত
জ্বালা ধরানো ফোস্কা! সে গেল কোথায়?
খবর নেই মানেই সুখবর।
সত্যি বলতে কী খবর না থাকাটা মোটেই ভাল নয়।
ক্যাপ্টেন! চটপট আসুন!
নিশ্চয় ক্যালকুলাস!...কী!?...
ট্রাক...এই মাত্র এল...
...সঙ্গে আমি! হ্যালো!
টিনটিন! দেখা হয়ে ভাল লাগছে!
দেখুন!... আমার ডুবোজাহাজ!
নিকো ও নুশকাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা জানাল টিনটিন...সে অপহরণকারীদের সঙ্গ নেবে জলের নীচে ক্যাপ্টেন গোপনে অনুসরণ করবে।
শেষ পর্যন্ত, প্রস্তুতি সম্পূর্ণ...
সব ঠিক হয়ে গেছে, প্রোফেসর?
না, সব ঠিক হয়ে গেছে। এটা আমার যন্ত্রের স্কেল মডেল
বাক্স নিয়ে টিনটিন চলল দেখা করার পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায়।
ওরা এখানে শীঘ্রই আসবে...কোন দিক থেকে?
ও এসে গেছে...একা!

ডুবোজাহাজ! ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম।
টিনটিন ডুবোজাহাজে ওঠা মাত্রই সেটা হ্রদের জলের নীচে তলিয়ে গেল।
ওদিকে, একেবারে কাছেই
বুঝতে পেরেছেন? ওদের গোপন ঘাঁটি খুঁজে পাওয়ামাত্র ফিরে আসব। আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবেন!
জোর কদমে!
রহস্যময় ডুবোজাহাজের পিছু নিয়েছেন ক্যাপ্টেন, গোপনে। কিন্তু ডোবা বাড়িঘরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে তিনি একসময় খেই হারিয়ে ফেললেন।
ক্যাপ্টেনের স্বভাবটা মাঝে-মধ্যে কেমন যেন...
...শুকনো, খটখটে?
জ্বালা ধরানো ফোস্কা! গেল কোথায়? লুকোনোর তো কয়েক ডজন জায়গা দেখছি।
কিন্তু ডুবোজাহাজ তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে।
পাকা ব্যবস্থা! গুণ্ডার দল, তোমরা দেখছি বেশ আটঘাট বেঁধেই নেমেছ!...এই মুহূর্তে!...
টিনটিনকে নিয়ে যাওয়া হল কন্ট্রোল রুমে। একটা চমক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আরামকেদারায় বসা মানুষদের কাছ থেকে এল অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা।
প্রিয় টিনটিন, তা হলে আবার দেখা হল!
?!! তুমি!

রাস্তাপপোলাস !
সেই আমি, প্রিয় বালক। দেখতেই পাচ্ছ, এখনও বহাল তবিয়তেই আছি।
ডুপ্লিকেট তৈরির বিখ্যাত সেই যন্ত্রটা... চমৎকার! ওটা ট্রেতে দাও।
ঠিক আছে। যন্ত্রটা তোমরা পেয়েছ! বাচ্চাদুটো কোথায়?
হ্যাঁ, সুন্দর ওই বাচ্চাদুটোকে এখানে নিয়ে এসো, রাল্‌ফ।
ইতিমধ্যে...
মনে হয়, এখান থেকে বেরোতে পারব, নুশকা। শোন, কী করব বলছি...
কী? এটা তো সোনার...
কোথায় গেল?
এই যে পেয়েছি। জলদি, নুশকা! আমি ওকে ধরে থাকছি, তুই ওর চাবিগুলো নে!
ছেড়ে দাও!...ছেড়ে দাও, বলছি!
যা চাও!...উঃ!
দরজা খুলেছি, জলদি!
ইস!...তোরা...দাঁড়া বলছি!

ওরা আমাদের ধরে ফেলবে...
মাথায় একটা বুদ্ধি খেলছে। আয়, তেলের এই ড্রামগুলো উলটে দিই।
মেঝেতে তেল ছড়িয়ে পড়েছে। যারা পিছু নিয়েছিল তারা যেন চটজলদি জিমন্যাস্টিকস শুরু করল।
কী হচ্ছে এখানে?
জরুরি ব্যাপার!
বেরনোর দরজা সব বন্ধ করে দাও!
দরজা বন্ধ!
দ্যাখ, নুশকা!
ট্যাঙ্কের মতো...
ওরা আসছে, নিকো।
ওটার ভেতরে লুকিয়ে পড়ব।
ওটার ভেতরে ওদের যেতে দেখেছি... হা! হা! খুদে ইঁদুরদুটো ফাঁদে পড়েছে!
লুসিফার ওরা জলের নীচের ট্যাঙ্কটা চালু করে দিয়েছে!
বাঁচাও! ওরা আমাদের দিকেই আসছে!
মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি!
ইস! কাচ সব ভাঙতে বসেছে।
বাঁচাও! ভেঙে পড়ছে।

জানলা ভেঙে ঢুকবার! জলদি জলনিরোধক দরজাগুলো বন্ধ করো!
সশব্দে ভেঙে গেল জানলার কাচ! হ্রদের জল ঢুকছে। কেবেটিস্তে নয়, নিছক ভাগ্যবশেই নিকো ট্যাঙ্কটাকে ডকের বাইরে নিয়ে এল।
হ্যাঁ, বল, ...ট্যাঙ্ক সমেত জানলার ভেঙর দিয়ে... বল, আপনার সেই কাচ যা নাকি ভাঙে না... ওরা ভেঙে ফেলেছে!
বোকার দল! আমি নিজেই এটা সামলাব...ঘুমে দুই শত্রুকে!
কন্ট্রোল রুম থেকে রাস্তাপোপোলাস জলের নীচের ট্যাঙ্কের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে!...
দ্যাখ নুশকা, আমরা হ্রদের নীচের পুরনো গ্রামটায় এসে গেছি!
কী হচ্ছে? ট্যাঙ্ক আর এগোচ্ছে না...বরং ঘুরে দাঁড়াল কেউ মনে হচ্ছে এটা নিয়ন্ত্রণ করছে
ভয় লাগছে, নিকো!
হা! হা! হা! খুদে ঢালাকরা, রাস্তাপপোলাসই সবসময় শেষ কথাটা বলে!... এসো, ঘরে এসো!
এটা আবার কোত্থেকে এল?
ক্যাপ্টেন হ্যাডক, রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ট্যাঙ্কের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিলেন...
রাস্তার কুকুর...রাস্তাটা আমার অধিকারে!
উনি ক্যাপ্টেন হ্যাডক!... ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন আমরা!
আরে আরে! দুটো তোপ দাগলেই সব জব্দ হয়ে যাবে!...চার, তিন, দুই...
দাঁড়াও! এটা তোমার করা উচিত নয়!

হি হি হি। এটা আমি উপভোগ করব। এত ভাল সুযোগ নষ্ট করা যায় না... এবার শেষ করে দেব!

নির্মম, বেহায়া!

ডুবোজাহাজের ক্যাপ্টেনকে ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ছুড়ে ফেলল টিনটিন...

সে গিয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর...

ডজন-ডজন আলোর সঙ্কেত ঝিলিক দিয়ে উঠল...একবার ঝিলিক দিয়েই ছবিগুলো হারিয়ে গেল টিভি পরদা থেকে।

কিং শার্কের যান্ত্রিক জাদু হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল...ডামাডোল...

আর-এক গুণ্ডা টিনটিনের দিকে পিস্তল তাক করতেই...

হুপ!

মাগো!

পিস্তলটা গিয়ে পড়ল কন্ট্রোলের ওপর...

ট্যাঙ্ক থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে শুরু হল গোলাবর্ষণ।

সাঙ্ঘাতিক! ক্যাপ্টেনের দফারফা।

গর্জনশীল টাইফুন! আমাকে আক্রমণ!

ওটাকে বন্ধ করতেই হবে!
কিন্তু টর্পেডো হানা চলছেই। নাগী এক জেনারেল দৃষ্টিকটুভাবে অক্ষুণ্ণ রয়ে
জ্বালা ধরানো ফোসকা! আমাকে খতম করবে!
ওদিকে কন্ট্রোল রুমে
বস, ওকে পেয়েছি!
ছেড়ে দাও আমাকে!
আহা! সব ভাল। বিরক্তিকর ওই ডুবোজাহাজটাকে এখন একটু দেখা যাক বরং!
হা! হা! ওই তো সে! এখন ট্যাঙ্কটাকে ঠিকমতো চালিয়ে একেবারে লক্ষ্যবস্তুর ওপর...গুলি চালাও!!!
জলদি, গোলাগুলি থেকে বাঁচতে ধ্বংসস্তূপে লুকোতে হবে...ওটাই একমাত্র উপায়।
খুব দেরি হয়ে গেল!!...

বাঁচাও! ডুবোজাহাজ আক্রান্ত...এই গোলা না ছুড়ে উপায় নেই!
বিকল ডুবোজাহাজ হ্রদের নীচে আশ্রয় নিচ্ছে অসহায়ভাবে।
ভরবে। ওকে সামাল দেওয়া গেছে... এবার চোর পালা চালাক ব্যাজাচি!
এই তো!...বাঃ! এবার এসো... আমাদের ছোট্ট খেলাটা শেষ!
আমাদের সাহসী ছেলেটি ও তার বোনের অপেক্ষায় আছি, সংগ্রহটা তোমাকে দেখাই, প্রিয় টিনটিন!
রাস্তাপপোলাসের গুণ্ডাদের কড়া পাহারায় টিনটিনকে নিয়ে যাওয়া হল এক বিশাল গ্যালারিতে।
দেখে কী মনে হয় তোমার? প্রতিটি আসল, প্রামাণ্য। প্রোফেসর ক্যালকুলাসের যন্ত্রটার জন্যই অপেক্ষা করছি...
যা দিয়ে হাজার হাজার প্রামাণ্য ও মৌলিক জিনিস তৈরি করা যাবে! হা! হা! হা!
তোমার লোভ তোমাকে খতম করবে রাস্তাপপোলাস!
আর তোমাকে শেষ করবে তোমার ওই চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি! বেরোও!

সেই মুহূর্তে, জলের নীচের ট্যাঙ্ক তার হ্যাঙারে ফিরল।
আমরা পারলাম না!
ওঃ, বেচারা ক্যাপ্টেন হ্যাডক!... টিনটিন কী বলবে?...
ইতিমধ্যে
বস, বাচ্চাদুটো আবার ধরা পড়েছে।
এখন নয়..., সুন্দর এই যন্ত্রটাকে চালিয়ে দেখতে চাই!
সহজ কিছু একটা দিয়ে শুরু করা যাক: যেমন, সিগারের একটা বাক্স। এটা এখানে রাখি... অন্যদিকে, বিশেষ মণ্ডের খানিকটা...
রাস্তাপপোলাস একটা বোতাম টিপল... রশ্মিগুলো শুরু করল তাদের কাজ।
হা! হা! সফল হয়েছি। একেবারে নিখুঁত!
ইয়ে, নকল জিনিসটা একটু বড় মনে হচ্ছে আমার...
মোটেই তা নয়! দ্যাখো!
কিন্তু...কিন্তু...ইইইইইইই ক!

ব্যাপারটা দেখছি বেড়েই চলেছে।
বাঁচাও। অশুভ ইন্দ্রজাল! জাদু!
দরজা দিয়ে আমরা বেরোতে পারব না।
দানবের মতো এই মশু আমাদের গিলে খাচ্ছে!
ই ই ই!
বাঁ—চা-ও!
না-আ-আ!
আ—আ-আ!
উঃ—ঃ!
ইতিমধ্যে...
রসিকতা শেষ হয়েছে। বস তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন! হি! হি! আর পরোয়া করি না!

না-আ-আ
ওই শোন! বসের মেজাজ ভাল নেই মনে হচ্ছে!
হঠাৎ...
দুড়ুম
কী...কী হচ্ছে এখানে?..বস!...বস!...আমাকে বলুন!
নাশকতা!... আমি শেষ হয়ে গেছি!
...কিন্তু রাস্তাপপোলাসকে যারা বোকা বানাতে চায়, তাদের সে ছেড়ে দেয় না!
সড়াৎ
রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রাস্তাপপোলাস অন্ধকার একটা ঘরে ঠেলে দেয়।
নিকো! নুশকা!...সেই শয়তানটা। ...ও আবার ট্যাঙ্কটা দখল করে নিয়েছে...
টিনটিন!
হ্যাঁ, তোমাদের বড় সাধের টিনটিন...। তা, ওই সে...
বস! বস!...পুলিশ! পুলিশ!
?!

কী ব্যাপার? পুলিশ?... কোথায়?
বস, হ্রদের জলে ওরা টহল দিচ্ছে।
উঃ! অসহ্য! অসম্ভব!!
হা! হা! হাঙরদের এবার জল থেকে তোলা হবে!
এত সহজে রাস্তাপপোলাসকে হটানো যায় না! জাল ছিঁড়ে কেটে পড়ার অনেক সময় আছে! কিন্তু তার আগে ছোট একটা চমক, বিশেষ করে তোমার জন্য!
গুণ্ডাসর্দার তার কন্ট্রোল রুমে ফিরে জোরে একটা বোতাম টিপল...
তারপর ফিরল ওদের ঘরে
ওখানে ওই দরজাগুলো দেখছ?... ওগুলো এইমাত্র খুলে দিলাম...
...আর এক ঘণ্টার মধ্যেই জলের সীমা...
...ওই সুইচে পৌঁছে যাবে, ...তারপর দুড়ুম!
...দূর থেকে আমি তখন হাসব!

আপনি নিজেকে কি শার্ক বলেন, রাস্তাপপোলাস। আসলে, আপনি ইঁদুরদের রাজা। এই বাচ্চাদের আপনি ছোট বেলেন বলেছিলেন।
হ্যাঁ, কিন্তু আসল ডিনিসটার বদলে।
ভেবেছিলে আমাকে বোকা বানাবে, তাই না? ...কী ভুলটাই না করেছ! ...বিদায়... ভুলো না, এক ঘণ্টার মধ্যেই... দুম!
আমার ছোট বন্ধুরা, ধরে নাও, তোমরা শেষ হয়ে গেছ। সুইচে আমাদের হাত পৌঁছচ্ছে না, বল-কবচটাও অচল করতে পারছি না।...
ওদিকে...
বুঝতে পারছ? জোড়ায় জোড়ায় সাঁতরে ধনসম্পদ গুহায় নিয়ে যাও।
ঠিক আছে, বস!
রাস্তাপপোলাসের হুকুম চটপট মানা হল। ব্যাঙ-মানুষরা গেল কাজ করতে, পেছনে পড়ে রইল গোপন যা কিছু...
খুব দূরে নয়...
গর্জনশীল দশ হাজার টাইফুন! ইন্ডিন বিগড়ে গেছে। এগোবে না!... এখন আমাদের কী হবে, কুট্টুস?!...

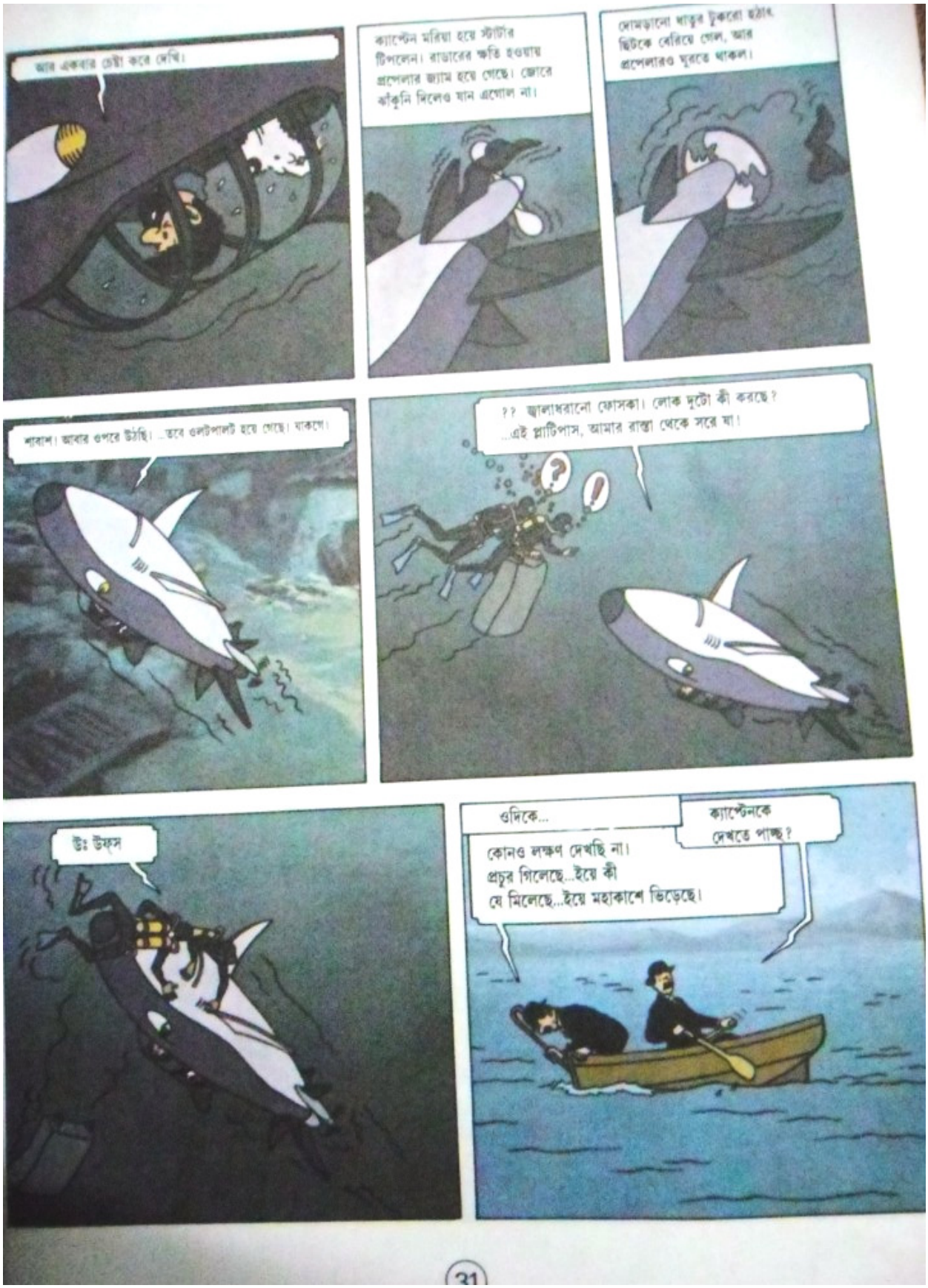
আর একবার চেষ্টা করে দেখি।
ক্যাপ্টেন মরিয়া হয়ে স্টার্টার টিপলেন। রাডারের ক্ষতি হওয়ায় প্রপেলার জ্যাম হয়ে গেছে। জোরে ঝাঁকুনি দিলেও যান এগোল না।
দোমড়ানো ধাতুর টুকরো হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে গেল, আর প্রপেলারও ঘুরতে থাকল।
শাবাশ। আবার ওপরে উঠছি। ...তবে ওলটপালট হয়ে গেছে। যাকগে।
?? জ্বালাধরানো ফোসকা। লোক দুটো কী করছে? ...এই প্লাটিপাস, আমার রাস্তা থেকে সরে যা!
উঃ উফস
ওদিকে...
কোনও লক্ষণ দেখছি না। প্রচুর গিলেছে...ইয়ে কী যে মিলেছে...ইয়ে মহাকাশে ভিড়েছে।
ক্যাপ্টেনকে দেখতে পাচ্ছ?

হায় ঈশ্বর! এ তো দেখছি প্রোফেসর ক্যালকুলাসের ডুবোজাহাজ! কিন্তু দ্যাখো, কেবিনটা নেই। ওই ওতারা হয়তো চুরি করে নিয়েছে!
সত্যি বলতে কী, মনে হচ্ছে আমাদের কিছু হারিয়েছে।
ক্যাপ্টেন, কোথায় ছিলেন?!
ডেভি জোন্স-এর সিন্দুকে, স্কালা-ধরাবো ফোসকা। উঃ! ডাঙ্গা বাতাস। ভেবেছিলাম, গলদা চিংড়ির পেট থেকে আর বেরোতেই পারব না।
দ্যাখো, আমরা বেঁচে গেছি। আমাদের উদ্ধার করতে লঞ্চ আসছে।
সিলদাভিয়ার জলপুলিশ। তোমাদের মধ্যে কে ক্যাপ্টেন হ্যাডক?
আমি!.. আমি জানি টিনটিন কোথায়!

টিনটিন, নিকো ও বুশকাকে বন্দি করে রেখেছে একদল গুণ্ডা। জলদস্যু...জলে ডোবা গ্রামে ওদের একটা গোপন আস্তানা আছে... ওদের উদ্ধার করতে ডুবুরি লাগবে। চটপট।
ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। সিগারেট, লাল সাকো পাঠাও। ইশর, জাহাজের এই লোকদের সাহায্য করো।
ইতিমধ্যে...
উঃ! ...লাভ নেই। শেকল ছিঁড়বে না।
পাইপটাকে টেনে বাকাও!
কন্ট্রোল রুমে রাস্তাপপোলাস অপেক্ষা করছে...
বস, আমাদের লোকেরা সব ধনসম্পদ সরিয়ে ফেলেছে। আমাদের যাওয়ার সময় হল। পুলিশ জোর—
তা বেশ, বেশ! এখনই আসছি। কিন্তু তার আগে বদলে নিতে হবে।
ডুবোজাহাজের ট্রুইস গেটগুলো খুলে দেওয়া হল...
বস, জাহাজ ছাড়বে। আমরা তৈরি।
জলে টইটম্বুর। একটা লক-গেট খুলল, ডুবোজাহাজ হ্রদের গভীরে তলিয়ে গেল।...
আর একবার...সবাই মিলে ...এক...দুই...
শাবাশ, টিনটিন তুমি মুক্ত!
হ্যাঁ!! তবে চটপট, এখনই এখান থেকে বেরোতে হবে!

চটপট এগোতে হবে। রাস্তাপস্পোলাস নিশ্চয় মিথ্যে বলেনি।
দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আগেই ভাবা উচিত ছিল!... এখান থেকে বেরোতেই হবে, নইলে টুকরো টুকরো হয়ে যাব!
ডুবোজাহাজে
হা! হা! আমাদের চালাক খুদে বন্ধুর আর মাত্র মিনিটকয়েক বাকি!...হুস! ওই ছোট্ট মাথায় আছড়ে পড়বে কয়েকশো টন ওজনের জল।
...নুশকা, একটা চুলের কাঁটা চাই।
?
পেরেছি! দরজা খুলতে পেরেছি! চলো যাই, জলদি!...
ওই যে, ডুবোজাহাজ যে জেটির কাছে আমাকে এনেছিল সেখানে একটা এয়ার-লক আছে।
হ্রদের ওপরে যাওয়ার ওটাই আমাদের একমাত্র পথ।
আমরা আর বাঁচব না, টিনটিন!

ওই তো এয়ার-লক। লাইফ-জ্যাকেট পরে নাও জলদি... এবার আমরা যাব।
ভারী দরজা পেছন থেকে বন্ধ। টিনটিন স্লুইস দরজাগুলো খুলতে শুরু করল। চেম্বারে জল ঢুকছে।
আমরা পেয়েছি...আমি নিশ্চিত...কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই...
জোরে দম নাও। এক্ষুনি দরজা খুলে দিচ্ছি।
সেই মুহূর্তে...
প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোপন আস্তানার প্রতিটি কোণ
আকাশ ছুঁতে চাইল বিশাল এক জলস্তম্ভ!
টিনটিন
ব্রু উ উ উম
হা! হা! রাস্তাপোলাস, তুমি বদলা নিয়েছ। দুলদুলে তিন বন্দি এখন আকাশে।
উ-উ

ডায়া-ভো-লো !..কী ?... !!
বিস্ফোরণের ধাক্কা, বস !...টুকোজাহাজটা সামলেছি। এখন সব টিকঠাক চলছে।
ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ ফুটছে জল !...আর তখনই জলে মুখ তুলল তিনজন...
ওই দ্যাখো ! তিনটি ডিং নৌকা ! ওরা বেঁচে আছে জলদি ! বলবের ডিঙি !
চালিয়ে যাও ! আমি আসছি !... ক্যাপ্টেন হ্যাডক উদ্ধার করতে আসছেন, জ্বালা-ধরানো ফোসকা !...
দ্বিতীয় বিস্ফোরণ, প্রথমটির চেয়ে আরও জোরে, হ্রদের জল চারপাশে ছিটকে পড়ল।
ভু উ উ উম
বিশাল ঢেউ, জলের দেওয়াল সাঁতারুদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে
!
...ওদের টানছে নীচে...
কানে তালা লাগানো গর্জন। অসহায় পুলিশ লঞ্চে আছড়ে পড়েছে জল...

মনে হল, যেন একটা প্রকাণ্ড ছোট জলযান ডুবে যাচ্ছে ঘূর্ণি জলের নীচে. ...তারপর, সকলকে সে অবাক করে মুক্ত করল নিজেকে।
জ্বালাধরানো কোটি কোটি নীল ফোসকা!
আহ, আমরা সব সাফাই হয়ে গেছি
সত্যি বলতে কী, আমরা পুরো সাফ!
নিকো!.. নিকো কোথায়?
এখানে। আর ওই যে টিন-টিন
সকলেই হাজির তো? ঠিকঠাক আছে?
দরজা আটকে গেছে। খুলতে পারছি না, সাহায্য করো।
ইনস্পেক্টরের গলা পাচ্ছি।
প্রস্তুত! আমরা এখন একজোট!
কত্তাত
রাস্তাপপোলাস ও জলদস্যুদের কী খবর?
রাস্তাপপোলাস! তা হলে সে-ই নাটের গুরু! দুর্ভাগ্য, ওকে এখনও ধরতে পারিনি।
...তবে কয়েকটা হাঙরকে আমরা ধরতে পেরেছি। আমাদের এক প্রহরী ভাল কিছু নমুনা হাতছাড়া করলেও আর একজন কয়েকজনকে ডালে আটকেছে, ওরা তখন হ্রদের ধারে এক গুহায় লুঠের জিনিসপত্র ডাই করছিল।
ইনস্পেক্টর, সার, বেত্তারে খবর এসেছে!

রাত্তাপপোলাস ডুবোজাহাজে পালিয়েছে। বরদুরিয়ান উপকূলে ওর জলযান দেখা গেছে।
সভ্‌ল্লাগ। আইনত, আমি ওখানে ওর পিছু নিতে পারি না!
কী? ওকে ছেড়ে দেব? সাগরসাপের বাচ্চা! পিছল, রোগাটে, বদমাশ জন্তু একটা! কখনও না!
প্রশ্নই নেই। আমরা সিলদাভিয়ান নই। তাই না? ইনস্পেক্টর, আপনি একটা স্পিডবোট দেবেন?
আনন্দের সঙ্গে!
কিছুক্ষণ পরে...
খুলে দিন! আমরা আসি!
আমরাও দিল খুলে!
জোরে চালাও
সুখে অবতরণ।
ওহে!...দাঁড়াও!
অত জোরে নয়!
আহা হা!...দাঁড়াও!
দাঁড়াও!...অপেক্ষা করো!!...উঃ আ...
উঃ!...পাহাড়!

আঃ
উঃ
ঝড়াম- ঠকাস- ঝনঝন ঝনঝন
টিনটিন, শুনছ? স্পিডবোটে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।
ভয় নেই, এঞ্জিন বিকল হবে না।
ঝপাস
বাঁচাও, বাঁচাও!
থামো!!
এ কী, ওরা ওয়াটার স্কিইং করছে যে...
কী?
ওয়াটার স্কিইং?! কোটি-কোটি পোড়া ফোসকা!
মানিকজোড়কে উদ্ধার করতে স্পিডবোট ঘোরাল টিনটিন।
উঠে এসো, জলদি।
ধন্যবাদ, কিন্তু আমাদের কাছে কর্তব্যই আগে। তোমরা এগিয়ে যাও। আমাদের অভ্যাস আছে।
মানিকজোড় যখন সাঁতরে ডাঙায় ফিরতে ব্যস্ত, টিনটিন আর ক্যাপ্টেন তখন কিং শার্কের খোঁজে...
ওই জেলিফিশটাকে খুঁজে পেতেই হবে।
এদিকে..
ওই যে বর্দুরিয়ার উপকূল, উপকূলরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে সোজা চলে যাব ত্রিশূল পাহাড়ে।
ওদিকে যাওয়া যাবে না বস। সাঙ্ঘাতিক প্রবালপ্রাচীর...

জানি। ওর নীচ দিয়ে পথ আছে।
চুপচাপ চালিয়ে যাও।
গতি কমিয়ে ডুবোজাহাজ ঢুকল
প্রবালপ্রাচীরের সুড়ঙ্গে...
কী যেন একটা ভুল করেছি।
কিন্তু, কী সেটা...
এই রে, পেরিস্কোপ!
ওটা নামানো হয়নি!
মড়াত
দড়াম
সব শেষ হয়ে গেল। তলা ফুটো
গেছে! ওপরে তোলো, শিগগির!
এদিকে...
কোনও চিহ্ন নেই...আরে...এক
মিনিট... দূরে তেল ভাসছে মনে হচ্ছে...
ওই তো ডুবোজাহাজ! নিশ্চয়ই
গোত্তা খেয়ে জখম হয়েছে...
জোরে চালাও টিনটিন। কোনওমতেই
ওদের পালাতে দেওয়া যাবে না।

এদিকে ডুবোজাহাজের ভেতরে পরিস্থিতি রীতিমত সঙ্গিন...
মূর্খ, তোমারই জন্য এই অবস্থা। সেরিস্কোপটার কথা আগে মনে করাওনি কেন?
কিন্তু বস, আপনিই তো...
চোপরাও। তুমি একটা গর্দভ। তোমায় গুলি করে মারা উচিত।
এ কী! কী হল?
হুররে! ডুবোজাহাজটা গেছে। ওরা আর পালাতে পারবে না।
নিজের ফাঁদে নিজেই আটকা পড়েছেন। এবার ঠেলা সামলান। আমি চললাম।
পালাবার চেষ্টা করলে মৃত্যু, খবর্দার!
হাত তোলো!
আ আ গ
বাঁ-বাঁচান, বস, ওপরে ভূ-ভূত
কীসের ভূত, হাঁদারাম?!

টি-টিনটিনের ভূত, বস!
হতচ্ছাড়া! বিস্ফোরণে মরিসনি তুই!
ঠিকই ধরেছ কিং শার্ক। এখন বাধ্য ছেলের মতো উঠে এসো দেখি।
অত সোজা নয় বাছাধন!
বাঃ!
চালাকি কোরো না রাস্তাপপোলাস!
ডায়াভলো! নীলদাড়ি, তুইও বেঁচে আছিস!
রাস্তাপপোলাস ও তার শাগরেদকে বেঁধে তোলা হল স্পিডবোটে।
লেক পেরনোর পথে দেখা হল সিলদাভিয়ার এক পুলিশ লঞ্চের। সঙ্গে সঙ্গে টিনটিন, ক্যাপ্টেন আর দুই বন্দিকে তুলে নেওয়া হল লঞ্চে। সকলেই নিরাপদে পৌঁছল ভিলা স্প্রগে। সেখানে সমস্ত বন্ধু আবার মিলিত হল একসঙ্গে...
থ্রি চিয়ার্স ফর টিনটিন অ্যান্ড ক্যাপ্টেন!
ভৌ, ভৌ
বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হল ক্রো-ম, সেখানে অন্য অপরাধীরা ইতিমধ্যেই জেলে পচছে...
সিলদাভিয়া তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, টিনটিন।
ভৌ
গর-র
অবশেষে ঝামেলা থেকে মুক্তি। এবার ত্রিমাত্রিক কপিয়ার নিয়ে গবেষণাটা আবার শুরু করতে পারব...
বেশ, বেশ! আমায় কয়েকটা বড় দেখে হুইস্কির বোতল কপি করে পাঠাবেন তো মশাই!

গ্রামের লোকেরা আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আসছে। এরা যারপরনাই খুশি, একটু উৎসব করতে চায়।

খবর তো এখানে হাওয়ার আগে ছড়ায় দেখছি।

সর্বনাশ করেছে। এরা যে দলে দলে আসছে।

চলুন, একটু ব্লাশটিকা নাচা যাক!

অ্যাঁ, নাচ? মানে...আমি...আসলে নাচ আমার তেমন আসে না...

এসো টিনটিন, ব্লাশটিকা নাচ শিখিয়ে দিই...

আ-আ-আ-আ-হ!!!

...আমার রূপের
ওহো! মিলানের নাইটিঙ্গেল আসছেন!
...সেই তুলনা!...
ঝপাস
ঝপাস
এই হিরোয়াইন...
কী অদ্ভুত...সে যা খুশি করে যাচ্ছে!
...উজ্জ্বল
সবাই নিজেকে নিয়ে মশগুল! জ্বালা-ধরানো নীল ফোসকা!... সেই ভয়ঙ্কর মহিলা!
আমি পরে আছি!! পরে আছি!
প্রিয়, আমার প্রিয় ক্যাপ্টেন বেডশর্ট! তুমি ভাল আছ দেখে কী আনন্দই না হচ্ছে!...এসো, একসঙ্গে নাচি!
তা ধিন ধিন তা!
ধিন-তা-তা
তা তা ধিন ধিন! জ্বালা রিনচিন!
খাঁটি এই কথাটা: ভুল হল তালটা!
ভৌ ও ও!
*
* সমাপ্ত